১৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JAN. 24. 1999
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৪

সিআইডি পুলিশের কর্মকর্তাদের তথ্য

বাংলাদেশের ৪২১টি মাদ্রাসায় লাদেনের অর্থে মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশের ৪২১টি মাদ্রাসায় ওসামা বিন লাদেনের অর্থ সাহায্যে মুজাহিদ বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলছে বলে সিআইডি পুলিশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন। কবি শামসুর রাহমানকে হত্যা চেষ্টার সাথে জড়িত ও ৫৪ ধারায় গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের কাছে এ তথ্য দিয়েছে বলে জানানো হয়। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বর্ণনা করে সিআইডি কর্মকর্তারা জানান, লাদেনের অনুসারীরা ভারত, পাকিস্তান, কাশ্মীর, বসনিয়া ও বাংলাদেশে তাদের অর্থায়নে অনুসারী তৈরী ও প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক আহম্মদ সাদেক আহম্মদ আফগানিস্তানের বিপ্লবী নেতা লাদেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার মাধ্যমে প্রদানের জন্য বাংলাদেশে হরতাকুল জেহাদের সদস্য তৈরী ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রতি বছর এক কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে এ অর্থ বহন করতেন গ্রেফতারকৃত পাকিস্তানী নাগরিক মোহাম্মদ সাজেদ। তিনি প্রতিমাসেই বিমান অথবা সড়ক পথে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে যাতায়াত করতেন। তিনি এ অর্থ বন্টন করতেন উত্তরা থেকে গ্রেফতারকৃত বাংলাদেশের নাগরিক বখতিয়ার হোসেনের মাধ্যমে। পুলিশ প্রাপ্ত তথ্য উদ্ধৃত করে বলেছে, বাংলাদেশের ৪২১টি মাদ্রাসার প্রিন্সিপালরা প্রতি মাসে প্রশিক্ষণ দিয়ে সদস্য বানানোর জন্য ২ হাজার টাকা করে পেতেন। বাংলাদেশী বখতিয়ার হোসেন আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছেন বলে সিআইডি জানতে পেরেছে। পুলিশ জানায়, তারা চট্টগ্রামের জমিয়াতুল উলুম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী মাওলানা মোহাম্মদ এজাহারুল ইসলামকে খুঁজছে। তিনি বর্তমানে জেহাদের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে আফগানিস্তান রয়েছেন বলে পুলিশের অনুমান।

সিআইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গতকাল আরও জানান, সিরাজগঞ্জ থেকে গ্রেফতারকৃত মাওলানা নজরুল ইসলামের কাছ থেকে তারা উর্দু ভাষায় লিখিত একটি চিঠি উদ্ধার করেছে। ওই চিঠি দিয়েছেন পাকিস্তানের তেহেরীক জেহাদে ইসলাম নামক সংগঠনের আমীর। ওই চিঠিতে নাকি বিভিন্ন রকমের নির্দেশনা রয়েছে। পুলিশের ধারণা, মাওলানা নজরুল ওই সংগঠনেরও সদস্য। সিআইডি সূত্র আরও জানায়, পাকিস্তানী নাগরিক মোহাম্মদ সাজেদ গত ২৪ জানুয়ারী পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আসেন। তিনি আসার সময় ৩০ হাজার ডলার সঙ্গে আনেন। ওই ডলার ব্যাংকে রাখা হয়েছে। সিআইডি পুলিশ ওই ব্যাংক ও ডলারের সন্ধানে রয়েছে বলে জানিয়েছে। এছাড়াও পুলিশ নিশ্চিত যে, গ্রেফতারকৃত এবং পুলিশ রিমান্ডে থাকা ১৭ জনই একই গ্রুপের সদস্য। তবে এরা সবাই কবি শামসুর রাহমানকে কথিত হত্যা চেষ্টার সাথে জড়িত কি-না সে সম্পর্কে কিছুই জানাতে চায়নি পুলিশ।